দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' আওতায় ২৩ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫শ' কোটি টাকার গম ও চাল দেয়া হচ্ছে

সাহিদুল ইসলাম চৌধুরী

সরকার চলতি ১৯৯৭-৯৮ সালের 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী'র আওতায় ছাত্রদের ৫০০ কোটি টাকার চাল ও গম বিতরণ করবে। এ কর্মসূচীর আওতায় এ বছর সারা দেশে ২৩ লাখ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর প্রায় ২২ লাখ দরিদ্র পরিবারকে মোট তিন লাখ ৬০ হাজার টন গম ও চাল দেয়া হবে। প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ এ কর্মসূচী সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পে এবারই প্রথমবারের মতো শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। খবর সরকারী সূত্রের।

সরকারী সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্পটি ইতোমধ্যে প্রাক-একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী প্রায় ২২ লাখ দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সহায়তা হিসাবে দুই লক্ষাধিক টন গম এবং এক লাখ ৬০ হাজার টন চাল দেয়া হবে। এ খাদ্য সরাসরি সরকারী খাদ্য বিভাগ হতে ক্রয় করা হবে। খাদ্য বিভাগের বার্ষিক খাদ্য বিতরণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান বছরে শিক্ষার জন্য খাদ্য

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষার জন্য খাদ্য

(প্রথম পাতার পর)

বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে ছয় মাস গম এবং ছয় মাস চাল বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

দরিদ্র পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধ করার জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হয়। এ কর্মসূচী চালু হওয়ার পর এবারই প্রথমবারের মতো সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং ভুয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা রোধকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে নিম্নমানের (ডি গ্রেডভুক্ত) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান স্থগিত' রাখা; কর্মসূচীভুক্ত বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য হতে কমপক্ষে ১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, কোন বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে এবং পর পর দু'বছর একজন ছাত্রছাত্রীও বৃত্তিলাভ করতে সক্ষম না হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কে সাময়িকভাবে 'খাদ্য সাহায্য প্রদান' বন্ধ রাখা এবং প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শ্রেণী অনুযায়ী নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি। কোন বিদ্যালয় এসব শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে উক্ত বিদ্যালয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান স্থগিত করার বিধান এবার চালু হতে যাচ্ছে। এ ছাড়া খাদ্য সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বিদ্যালয়ে নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না এবং অংশগ্রহণ করেও পর পর দু'বছর অকৃতকার্য হবে, পরবর্তী পরীক্ষায় কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত সেসব ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের খাদ্য সহায়তা প্রদান বন্ধ রাখার ব্যবস্থাও এবার চালু হবে।

বর্তমান পদ্ধতিতে এ কর্মসূচীর খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণের দায়িত্ব স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ওপর ন্যস্ত আছে। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকগণ এই কার্যক্রমে জড়িত হওয়ায় পাঠান কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এসব কারণে নির্বাচিত ইউনিয়নে খাদ্য বিতরণের জন্য ডিলার নিয়োগের বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ছ'টি বিভাগে ছ'টি জেলায় এ বছর খাদ্য বিতরণের দায়িত্বে ডিলার নিয়োগ করা হবে।

সারা দেশে চলতি বছর ১২৪৩টি ইউনিয়নের ১৭ হাজার ৪০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এ কর্মসূচীর দ্বারা উপকৃত হবে। এ বছর কর্মসূচীভুক্ত প্রায় ২২ লাখ পরিবারের মধ্যে ২০ লাখ ৬০ হাজার পরিবার এক সন্তানবিশিষ্ট এবং এক লাখ ২২ হাজার পরিবার একাধিক সন্তানবিশিষ্ট।

এ বছর চার মাস বিলম্বে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' শুরুর কারণ প্রসঙ্গে সরকারী সূত্র বলেছে, ভয়াবহ বন্যার সময় দেশের বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তারা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় এবার চাহিদা নিরূপণে সময় বেশি লেগেছে। তবে বিলম্বে হলেও সংশ্লিষ্ট দরিদ্র পরিবারগুলো বিলম্বিত সময়ের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্য ঠিকই পাবে।

যে প্রাক-একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে, তাতে সরকারী সম্পদের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী'র জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশগুলোর নিকট হতে আর্থিক সহায়তা পেতে জোর প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলা হয়েছে।